ছক-ক

বিষয়: উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত প্রকাশনা

২০০৯ হতে ২০২৩ সময়কাল পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশিত প্রকল্পসহ উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প/কর্মসূচি/উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন ও ডিজিটালাইজেশন সম্পর্কিত প্রকাশনার লক্ষ্যে তথ্যাদি

১.	**প্রকল্প/কর্মসূচি নাম**	:	"রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ শিল্পকলা একাডেমি ও আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ" প্রকল্প
২.	**প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)**	:	৬৯৫৬.১১ লক্ষ টাকা
৩.	**বাস্তবায়ন মেয়াদ**	:	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৫
৪.	**বাস্তবায়ন এলাকা**	:	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা
৫.	**প্রকল্প/কর্মসূচি কাজের সারাংশ**	:	**প্রকল্পের পটভূমিঃ** জাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃতকরণ এবং যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমানে ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ছাড়াও ৩২টি জেলায় ৪০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়ামসহ প্রশিক্ষণ ভবন আছে। কুষ্টিয়াসহ ৯টি জেলা ও বিভাগীয় শহরে ৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়ামসহ একাডেমি নির্মাণের কাজ সদ্য সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৪টি জেলার জন্য প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। সমাজের অপসংস্কৃতি ও অবক্ষয় দূর করে সুস্থ সমাজ গঠন, জাতীয় সংস্কৃতির সংগে সমন্বয় রেখে মুক্তমন ও মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে লাইব্রেরি ও একাডেমির কার্যক্রম জেলা থেকে উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত করা হয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আওতায় ইতিপূর্বে ৬টি উপজেলায় একাডেমি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১০টি উপজেলায় ৫০০ আসন বিশিষ্ট উন্মুক্ত মঞ্চসহ ১তলা বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, কিস্সা, কবিগান, পালাগান, বাউলগান, মারফতি, মুর্শির্দি প্রভৃতি লোক সাহিত্যের নানা উপকরণে সমৃদ্ধ হাওর অঞ্চলের সাহিত্য ভান্ডার। হাওর অঞ্চলের মধ্যে কিশোরগঞ্জ জেলা লোক সাহিত্যের উপকরণে অধিকতর সমৃদ্ধশালী। এ জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন অসংখ্য গুণী শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, গীতিকার, সুরকার, বাউল ও মরমী শিল্পী, চলচ্চিত্রকার এবং প্রতিথযশা রাজনীতিবিদ। কিশোরগঞ্জ জেলার প্রখ্যাত হাওর অঞ্চল মিঠামইনে জন্মগ্রহণ করেছেন স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ এবং বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ। জাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সংগে সমন্বয় রেখে হাওর অঞ্চলের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ, উন্নয়ন, প্রচার, সংরক্ষণ এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যম জনগণের নিকট পরিচিত ও জনপ্রিয় করা এবং সংস্কৃতি মনস্ক শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থা গড়ার উদ্দেশ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির জন্মস্থান মিঠামইন উপজেলায় শিল্পকলা একাডেমি ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে থাকবে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা ও মঞ্চায়নের জন্য ৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, ছবি প্রদর্শনের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ২৪০ আসন বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস হল, জারি, সারি, ভাটিয়ালি, কিস্সা, কবিগান, পালাগান, বাউলগান, মারফতি, মুর্শির্দি প্রভৃতির জন্য উন্মুক্ত মঞ্চ, পর্যালোচনার জন্য সেমিনার রুম, হাওর সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও গবেষণাগার, লাইব্রেরি, শিশু-কিশোর-যুব, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও প্রবীনদের জন্য আলাদা বিনোদন কক্ষসহ সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণী কক্ষ এবং অফিস রুম। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উক্ত উপজেলায় শিল্প সংস্কৃতিতে নতুন উদ্দীপনা ও কর্ম জোয়ার সৃষ্টি হবে। উপজেলা পর্যায়ের শিল্পীবৃন্দ তাদের কর্ম দক্ষতার মধ্য দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে শিল্প সংস্কৃতির সার্বজনীন রূপরেখা নির্ণয়ের সুযোগ পাবেন। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** ● জাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সংগে সম্বন্বয় রেখে উপজেলা পর্যায়ে মুক্তমন ও মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমে জনগনের নিকট পরিচিত ও জনপ্রিয় করার জন্য বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এর জন্মস্থান কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় শিল্পকলা একাডেমি ও আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন;

			• দেশীয় এবং আঞ্চলিক ও লোকজ (হাওর) সংস্কৃতির সার্বিক উন্নয়ন, প্রসার ও বিকাশ; মঞ্চায়ন উপযোগী এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত অডিটোরিয়াম ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সংখ্যা ও মান বৃদ্ধি; • প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড জোড়দারকরণ; স্থানীয় শিল্পীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; **প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্টঃ** • সর্বমোট ৭৪৭৪.০৮ বর্গমিটার ফ্লোর এরিয়ার ৪-তলা ভবন নির্মাণ যাহাতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৫০০ আসনের অডিটোরিয়াম, ২৪০ আসনের সেমিনার হল, মাল্টিপারপাস হল, আর্ট গ্যালারী, আঞ্চলিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য জাদুঘর ও লাইব্রেরি, উন্মুক্ত মঞ্চ, প্রশিক্ষণ কক্ষ, শ্রেণীকক্ষ ইত্যাদি থাকবে; • বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন, লিফট, জেনারেটর, জলাধার, ডিপ-টিউবওয়েল, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ ও সরবরাহ;
৬.	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	**প্রকল্পের উপযোগিতাঃ** ইহা একটি আর্থ সামাজিক প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মান উন্নত হবে এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ ৬টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন, এর ফলে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত হবে এবং অপসংস্কৃতি ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পটি সামাজিক উন্নয়নে যে ভূমিকা পালন করবে তা আর্থিক মূল্যে হিসাব করা সম্ভব নয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উপজেলা পর্যায়ে শিল্প সংস্কৃতিতে নতুন উদ্দীপনা ও কর্ম জোয়ার সৃষ্টি হবে। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে। এলাকা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুজ্জীত হবে। ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসার ঘটবে, পণ্যের বাজার সৃষ্টির হবে, যার ফলে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে, দারিদ্র্য বিমোচন হবে এবং মানুষ অর্থনৈতিকভবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। প্রকল্পটি টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ফলে এ প্রকল্পটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে নিঃসন্দেহে একটি লাভজনক প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হবে। **জনজীবনে প্রভাবঃ** প্রকল্পের আওতায় শিল্পকলা একাডেমি থেকে প্রকল্পের আয়ুষ্কাল মেয়াদে (৫০ বছর) প্রায় ৫০,০০০ হাজার এর অধিক সংখ্যক লোক শিল্প-সাহিত্য কর্মের ওপর প্রশিক্ষণ পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত উপজেলায় আনুমানিক জনসংখ্যা ১,২৫,০০০ । এর মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ লোক প্রকল্পের উপকারভোগী হবে বলে ধরে নেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে উপকারভোগী সংখ্যা দাঁড়ায় ১২,০০০ জন। অর্থাৎ ১২,০০০ লোক আর্থ-সামাজিক ভাবে উপকৃত হবে। এ ছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ফলে উন্নয়নের গুণিতক প্রভাব (Multiplier Effect) পড়বে। সমগ্র জেলা ব্যাপী অর্থনীতি, শিল্প, সাহিত্য, নারী উন্নয়ন ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জেলা পর্যায়ে শিল্প সংস্কৃতিতে নতুন উদ্দীপনা ও কর্ম জোয়ার সৃষ্টি হবে। জেলা পর্যায়ের শিল্পীবৃন্দ তাদের কর্ম দক্ষতার মধ্য দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে শিল্প সংস্কৃতির সার্বজনীন রুপরেখা নির্ণয়ের সুযোগ পাবেন। বর্ণিত ভবনসমূহ নির্মাণের ফলে সংস্কৃতি কর্মীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হবে। অডিটোরিয়ামে মঞ্চস্থ অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী উপভোগ করার ফলে সংস্কৃতির মূল স্রোতধারা সমৃদ্ধতর হবে এবং সামাজিক অবক্ষয় রোধ হবে। দেশীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণ করাই বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দেশের চলমান উন্নয়ণের ধারাকে ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার আওতায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও লক্ষমাত্রার সাথে সংগতি রেখে স্থানীয়ভাবে নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট সংরক্ষণ ও বিকাশ ঘটাতে আলোচ্য প্রকল্পটি নিঃসন্দেহে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

৭.	ক্যাপশনসহ স্থিরচিত্র (৪টি)*	:		
			প্রকল্পের ত্রিমাত্রিক নকশা -১	**প্রকল্পের ত্রিমাত্রিক নকশা -২**
			প্রকল্পের ত্রিমাত্রিক নকশা -৩	**প্রকল্পের ত্রিমাত্রিক নকশা -৪**
			বাস্তবায়ন অগ্রগতি: ভূমি উন্নয়ন - ১	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি: ভূমি উন্নয়ন - ২**

			বাস্তবায়ন অগ্রগতি: টেস্ট পাইল কাষ্টিং	বাস্তবায়ন অগ্রগতি: টেস্ট পাইল ড্রাইভিং-১
			বাস্তবায়ন অগ্রগতি: টেস্ট পাইল ড্রাইভিং-২	বাস্তবায়ন অগ্রগতি: পাইল লোড টেস্ট

* বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি/উদ্ভাবন সংক্রান্ত স্থিরচিত্র এমএসওয়ার্ডে পাঠানোর পাশাপাশি jpg/jpeg ফরম্যাটে পেনড্রাইভ/ইমেইলে (planning1@moca.gov.bd) প্রেরণ করতে হবে

** প্রতিটি প্রকল্প/কর্মসূচির তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে এক পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।